# রমিজ নীতির নবম বৈশিষ্ট্য

**রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে উপলব্ধিকরণঃ**

আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, আবার কোথায় যাবো এ তিনটি জিজ্ঞাসা মানবের অতি সনাতন প্রশ্ন এবং মানবচিত্তে অহরহ কৌতুহল সৃষ্টিকারী। এ কৌতুহলের যেন কোন শেষ নেই। প্রত্যেক ধর্মই এর সমাধানের জন্য মুখরোচক কথা ও ভাষা দ্বারা মানব মনকে বুঝ দেয়ার যথেষ্ট সুব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততোই মানুষের চেতনা বাড়ছে। কথা ও ভাষা যেন মানব চৈতন্যের সাথে বিজয়ী হতে পারছেনা।

উপরোক্ত তিনটি জিজ্ঞাসার মধ্যে আমরা কোথায় এলাম এ প্রশ্নটির বেলায় সবাই একমত যে, আমরা বা আমাদের আত্মাসমূহ পৃথিবী নামক একটি গ্রহে জন্ম নিয়েছি এবং এখন পর্যন্ত আছি। আত্মা বলতে বুঝা যায় যে, এটা মানবদেহে কিংবা প্রাণী দেহে ব্যাপৃত চৈতন্যময় সত্তা যার উপস্থিতিতে মানব বা প্রাণী বেঁচে থাকে এবং যার অনুপস্থিতিতে মানব বা প্রানী দেহ নিয়ে আর বেঁচে থাকতে পারে না।

মৃত্যুর পর উক্ত সত্তা কোথায় চলে যায় তার খবর বা ঠিকানা কেউ বলতে পারেনা। আমরা সব সময় নিজ বাড়িতে থাকি। বাড়ি হতে কোথাও গেলে যত দিনই থাকিনা কেন আবার নিজ বাড়িতে ফিরে আসি। অন্যত্র কোথাও বাড়ি বাঁধলে ওখান থেকে কোথাও গেলে আবার ঐ বাড়িতে ফিরে আসা হয়।

পশু পাখিদের বেলায়ও দেখা যায় যে, আপন বাসা বা নীড় ছেড়ে অন্যত্র গেলে গোধূলী বেলায় সবাই নিজ নিজ নীড়ে ফিরে আসে।

এ বিশ্ব প্রকৃতির সকল প্রাণীদের বেলায় একই নীতি বজায় থাকে।

কোন কোন পাখি বিভিন্ন মৌসুমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে দেশান্তরিত হয় যায়। নির্দিষ্ট সময় পর, নির্দিষ্ট মৌসুম শেষ হওয়ার পর পুনরায় নিজ দেশে নিজ নীড়ে ফিরে আসে। এইক্ষেত্রে কারো কোন আদেশ নিষেধ লাগেনা। প্রকৃতিগত কারণেই তারা সুনির্দিষ্ট পথে ও আবাসে চলে যায়।

প্রকৃতি স্রষ্টার ইচ্ছায় ও আদেশে চলে।

তাই মানব ও সকল প্রাণীর আত্মা সমূহও স্রষ্টার ইচ্ছায়, মহাপ্রকৃতিগত কারণে ও তাঁর বিধান মতে পৃথিবী নামক বাসস্থানে আসা-যাওয়া করে। এ বিষয়টি যুক্তি ও অনুভবের বিষয়।

আত্মাকে দেখা যায় না কিন্তু অনুভবের বিষয়। আত্মার আসা-যাওয়া অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু স্বচক্ষে দেখা যায় কিন্তু কোথায় যায় তা একান্তভাবে ধ্যান ও অনুভবের বিষয়।

পাখি যদি পাখির দেশে যায়, পশু যদি পশুর দেশে যায়, কীটপতঙ্গ তাদের নিজ স্থানে যায় তবে অবশ্যই আত্মা তার বাসা (দেহ) ছেড়ে আত্মার দেশে চলে যাবে। আত্মার এই দেশকেই আলমেআরওয়া বলে। আত্মার কোন মৃত্যু নেই, কেবল স্থানান্তর হয়ে থাকে।

তবে, মানবগণ সদ্‌গুরুর মাধ্যমে সৎকর্ম করতঃ উক্ত আসা-যাওয়া বন্ধ করতে পারে। *এই আসা-যাওয়া বন্ধ করাকে আত্মার মুক্তি লাভ বা নির্বাণ বলা হয়*। তাহলে, নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত সকল আত্মাই তার দেহ বদলিয়ে কর্ম অনুযায়ী নতুন দেহ ধারণ করার জন্য মৃত্যুর ছলে পুনরায় আত্মার জগতে (আলমে আরওয়ায়) চলে যায়। এ প্রসঙ্গে গুরু রমিজ বাস্তব প্রমাণসহ একটি আপ্তবাক্যে তাঁর ভাষায় বলেছেন-

***"রুহের দেশ আছে একটি পেয়েছি প্রমাণ***
***আসা যাওয়া করে জীব সেইখানে তাঁর স্থান।***
***মৃত্যুর আগে বলে লোকে আমি যাই বাড়ি***
***তৎক্ষণাৎ চলে যায় সে নিজ দেহ ছাড়ি।"***

উপদেশ-১৭ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে নিজ বাড়ি চলে যাওয়ার কথা বলেন, নিশ্চয়ই তখন তাঁর অধ্যাত্ম বিষয়ের বিবেক আত্মার দেশে বা আত্মার জগতে যাবার সাড়া দিয়ে থাকেন। এমনকি এ অবস্থায় তাঁর পরমাত্মা আত্মার দেশের সাথে যোগাযোগ হয়ে যায়।

গুরু রমিজ এ বিশ্ব ছেড়ে চলে যাবার পূর্ব মুহূর্তে বলেছেন ***"আমি চলে যাচ্ছি, আমার আর সময় নেই, তোমরা বিধান মতে চলবে"। অতঃপর স্রষ্টার কাছে হাত তুলে জীবনের শেষ আবেদন করা শেষ হওয়া মাত্র দোতলার বারান্দায় বসা অবস্থায়ই তাঁর স্ত্রী নুরজাহান বেগমের কাঁধে হাত রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন***। উপস্থিত ভক্ত, ছেলে মেয়ে তা অবলোকন করেন।

যারা রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে উপলব্ধি করতে ইচ্ছুক তারা পার্থিব চিন্তা ত্যাগ করে পারলৌকিক বা অপার্থিব চিন্তা মননে ও ধ্যানে মগ্ন থাকতে হবে।

নিজ সদ্‌গুরু প্রদত্ত বিধান এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা নিয়েই সময় কাটাতে হবে। *সর্বদা ফানাফিল্লাহ্, বাকাবিল্লাহ্ ও মারেফতের উচ্চস্তরে মগ্ন থাকতে হবে*। পার্থিব জগতের ছেলে মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবই ত্যাগ করতে হবে।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির জন্য অনর্গল চোখের জল থাকতে হবে। সর্বজীব তথা স্রষ্টার কৃপা লাভের জন্য ব্যাকুল থাকতে হবে। স্রষ্টা ও বিশ্ব প্রকৃতির কাছে নিজ পরমাত্মাকে সমর্পণ করতঃ বিলীন হয়ে একাকার হয়ে যেতে হবে। দেহের যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের চালক মন থেকে সকল ইন্দ্রিয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখনই তাঁর মধ্যে খুলে যাবে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান (Ethereal Knowledge)। আরো খুলে যাবে দিব্যচক্ষু এবং পারলৌকিক (আধ্যাত্মিক) দর্শন। পেয়ে যাবে আত্মপরিচয়, পেয়ে যাবে আত্মার দেশের পরমাত্মার ঠিকানা। ধ্যানে, মননে স্বপনে, দর্শনে, দৈববাণী, এলহাম ও দিব্যজ্ঞানে মরমে মরমে অনুভব করতে পারবে অদেখা সেই রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে।

উক্ত বিবরণের অনুকুলে মহাগুরু ও মহাসূফী রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

*পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে যাবে গুরুর পাশ*
*মনেতে রাখিবা তুমি চির কৃতদাস।*
*তাহা হইলে সর্বজীবের কৃপা তুমি পাবে*
*সত্যজ্ঞান হৃদয়ে তোমার ফুটিয়া উঠিবে।*
*দেখিবে জ্ঞানের আলো খুলিবে দর্শন*
*বিশ্বমাঝে আর কিছু নয় শুধু একজন।*
*হইবে আত্মার মুক্তি, লয় সৃষ্টি হাতে*
*মিশিবে অনন্তের সাথে, আপনার ইচ্ছাতে।*
*ভাল-মন্দ যাহা তোমার হইবে দরকার*
*জ্ঞানের চক্ষে দেখিবে তুমি ইচ্ছায় আপনার।*
*তখন এক অনন্ত দয়া হৃদয়ে হইবে*
*অনর্গল চক্ষের ধারা আপনি বহিবে।*
*হইবে তোমার মধ্যে সত্যের পরিচয়*
*যথায় তুমি তথায় আমি জানিও নিশ্চয়।*

উপদেশ-২৪-৩০ (অলৌকিক সুধা)

সদ্‌গুরুর পরম ভক্ত যখন উপরোল্লিখিতভাবে নিজকে নিজে তৈরী করতে পারেন, তখন তিনি মারফতের উচ্চস্তরে অবস্থান করেন। এ অবস্থায় তাঁর দিব্যচক্ষু এবং দিব্যজ্ঞান খুলে যাবে। তাঁর ইচ্ছায় রুহের দেশ আলমে আরওয়াকে উপলব্ধি পূর্বক জ্ঞানের চোখে বা দিব্যচক্ষে দেখতেও পারেন।